সিস্টেম, উপযোগী মডেল এবং কৌশলগত পরিবর্তন

System , Congruence Model & Strategies Change

৫

ভূমিকা

সিস্টেম তত্ত্ব অত্যন্ত শক্তিশালী ধারনা যার সাহায্যে সাংগঠনিক ডিনামিক্স এবং সাংগঠনিক পরিবর্তন বুঝা যায়। সিস্টেম শব্দটি গ্রীক sunistanai থেকে এসেছে, এর অর্থ হলো "to cause to stand together." এই ইউনিটের অন্যতম আলোচ্য বিষয় হলো সিস্টেম। সিস্টেম আন্তঃসম্পর্কিত অংশসমূহের একটি সেট যাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে এক সংগে কাজ করা। এছাড়া এখানে একটি মডেল আলোচনা করা হয়েছে যাকে উপযোগি মডেল (Congruence Model) বলা হয়। পরিবর্তন বিভিন্ন কৌশলের ওপর নির্ভরশীল। এই কারনে পরিবর্তন এর কৌশলসমূহ আলোচিত হয়েছে।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় দুই সপ্তাহ
এ ইউনিটের পাঠসমূহ	
পাঠ ৫.১ : সিস্টেম তত্ত্বের বিভিন্ন দিক পাঠ ৫.২ : উপযোগি মডেল এবং পরিবর্তনের কৌশল	

পাঠ ৫.১ সিস্টেম তত্ত্বের বিভিন্ন দিক
Different Aspects of System Theory

উদ্দেশ্য

পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা–

- সিস্টেমের অর্থ বলতে পারবেন।
- সিস্টেমের বৈশিষ্ট্য, প্রকা ভেদ ও জটিল দিকসমূহ ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- ওপেন সিস্টেম বর্ননা করতে পারবেন
- সিস্টেম চিন্তা এবং ঐতিহ্যগত চিন্তাসমূহ উল্লেখ করতে পারবেন।

সংজ্ঞা
Definition

সিস্টেম শব্দটি গ্রীক sunistanai থেকে এসেছে, এর অর্থ হলো " to cause to stand together." ব্যবসায় অনেকে সিস্টেম ধারনাটি জনপ্রিয় করার জন্য কাজ করেছেন , তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন হল ও ফগেন, ফ্রেনচ ও বেল, এবং পিটার সেগেন। ফগেন এবং হলের মতে সিস্টেম হলো " বস্তুদের একত্রিত একটি সেট যাদের সর্ম্পক বস্তুদেও মধ্যে এবং তাদের গুনাবলীর সাথে রয়েছে।" (A set of objects together with relationship between the objects and between their attributes). ফ্রেনচ এবং বেলের মতে "সিস্টেম বলতে বুঝায় একটি সেটের উপাদানগুলির মধ্যে পরস্পর নির্ভরতা, পারস্পরিক সংযোগ, এবং পরস্পারিক সর্ম্পক যা দৃশ্যমান সমগ্র গঠন করে।" (System denotes interdependence, interconnectedness, and interrelatedness among elements in a set that constitutes an identifiable whole). পিটার সেগেনের মতে সিস্টেম হচ্ছে " আন্তঃসম্পর্কিত অংশসমূহের একটি সেট যাদেরকে অবশ্যই এক সংগে কাজ করতে হবে।" (A set of interrelated parts that must work together.)

বৈশিষ্ট

সনেগের একটি প্রকাশনা (১৯৯০) The Fifth Discipline সেখানে তিনি সিস্টেমের সংজ্ঞায় বলেছেন সিস্টেম হচ্ছে একাট সীমা বা বাউন্ডারী যার মধ্যে অনেক সাব-সিস্টেম থাকে এবং এটা সিস্টেমকে পরিবেশর থেকে পৃথক করে।
পারস্পরিক নির্ভরতা (interdependence) : পরস্পর নির্ভরতা একটি শর্ত যা সিস্টেমে বিরাজ করে, যখন একটি সাব-সিস্টেমে কিছু ঘটে তার প্রভাব বিভিন্ন মাত্রায় কিছু অথবা সকল সাব-সিস্টেমে এর উপর পড়বে।

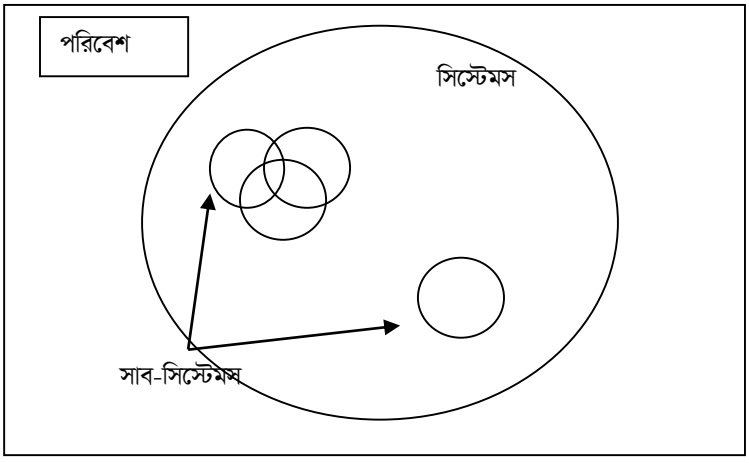

চিত্র ৫.১: সিস্টেমের চিত্রন

কারন ও প্রভাব (cause and effect) : সিস্টেম তত্ত্ব মতে একটি সাব-সিস্টেমে পরিবর্তনের ফলে সিস্টেমের অন্য কোন সাব-সিস্টেমে প্রভাব পড়বে এটা নিশ্চিত, তবে পরিবর্তনের প্রকৃত পূর্বাভাষ করা অসম্ভব। কেন এমন ঘটে, তার ব্যখা এ হউটলি ((২০০১) Chaos Theroy তে উল্লেখ করেছন।

সিস্টেমের প্রকার

Types of System

সিস্টেম দুই প্রকার হয়ে থাকে, তা খোলা এবং বন্ধ সিস্টেম। আবার খোলা এবং বন্ধ সিস্টেমকে বেশ কয়েক ভাগে ভাগ করা যায়, যেমন, সিস্টেম

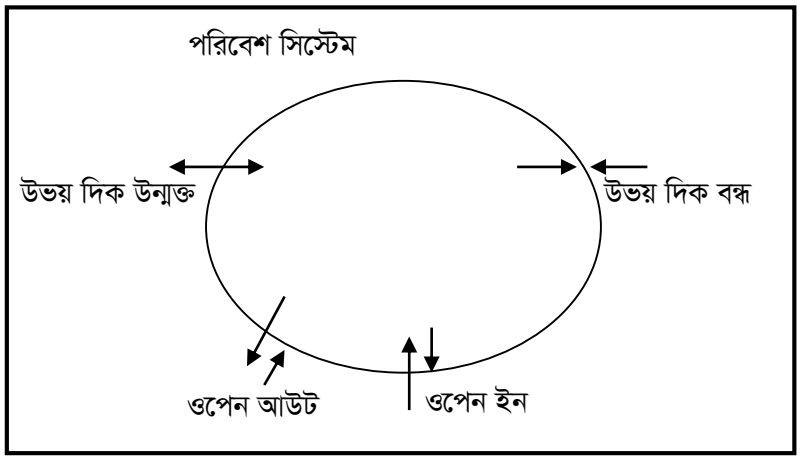

i) ওপেন-ইন, (open-in)

ii) ওপেন-অউট (open-out) চিত্র ৫.২: খোলা এবং বন্ধ সিস্টেম

iii) উভয়ে দিকে ওপেন (open in both ways) অথবা

iv) উভয়ে দিকে বন্ধ (closed in both ways)

চিত্র ৫.২ ওপেন এবং বন্ধ সিস্টেমের বিভিন্ন প্রকার দেখানো হয়েছে : যেমন গোয়েন্দা সংস্থা তারা সকল তথ্য গ্রহন করতে চায় (open-in) কিন্তু তারা তথ্য শেয়ার করতে প্রস্তুত না (closed-out)। অপরদিকে ধর্মপ্রচারক অন্যদেরকে প্রভাবিত করতে চান (open-out) কিন্তু নিজেরা প্রভাবিত হতে চান না (closed-in). বিশ্ববিদ্যালয় হচ্ছে ওপেন সিস্টেমের ভালো উদাহরন কারন এখানে যারা কাজ করন তারা জ্ঞান অর্জন করতে চান (open-in) এবং এরপর জ্ঞান অন্যদেরকে বিতরন করেন (open-out)। সর্বশেষ হচ্ছে বন্ধ সিস্টেম এ ক্ষেত্রে নিজে প্রভাবিত হতে চান না (closed-in) এবং অন্যকেও প্রভাবিত করতে চান না (closed-out) ।

ওপেন সিস্টেম

Open System

সংগঠন হচ্ছে ওপেন সিস্টেমের অংশ। ওপেন সিস্টেম সর্ম্পকে জানা থকলে সংগঠন সর্ম্পকে সম্পূর্ন ধরনা পাওয়াা সম্ভব। নিম্নে ওপেন সিস্টেমের বৈশিষ্ট্যসমূহ উল্লেখ করা হলো :

- ওপেন সিস্টেম ইনপুট - প্রক্রিয়াকরন - আউটপুট নিয়ে গঠিত। সিস্টেম পরিবেশ থেকে ইনপুট গ্রহন করে। ইনপুট বলতে বুঝায় শ্রম, অর্থ, বিদুৎ, তথ্য, মালামাল, মূলধন ইত্যাদি। এই ইনপুটসমূহ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে রুপান্তর করে পরিবেশকে আউটপুট সরবরাহ করে। আউটপুট বলতে দ্রব্য এবং সেবা বুঝায়। এখানে বলে রাখা উচিত যে সিস্টেম এ ক্ষেত্রেও পরিবেশ দ্বারা প্রভাবিত। চিত্র ৫.৩ ওপেন সিস্টেম প্রদর্শিত হলো।

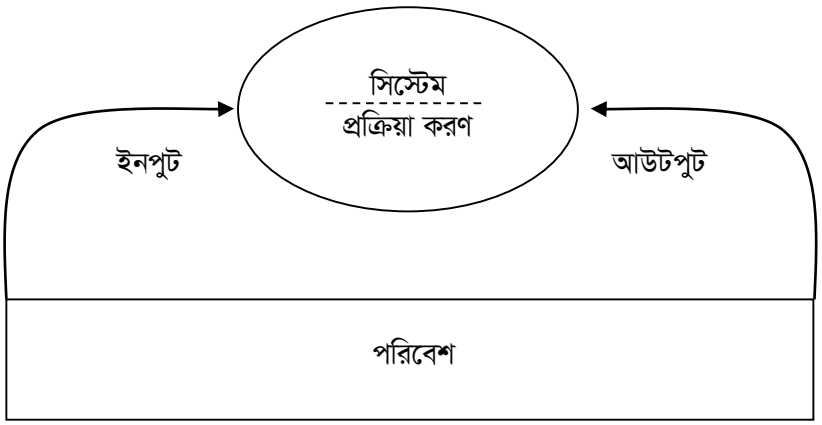

চিত্র ৫.৩ : সিস্টেমের পরিবেশের সাথে মিথস্ক্রিয়া

- প্রতিটি সিস্টেম সীমা রেখা দ্বারা পরিবেশিষ্টত। সীমার অভ্যন্তরে থাকে সিস্টেম এবং সীমার বাহিরের অংশকে বলা হয় পরিবেশ।
- ওপেন সিস্টেম বিদ্যমান থাকার লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য থাকে। এই উদ্দেশ্য অবশ্যই পরিবেশের চাহিদা বা প্রয়োজনীয়তার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ন হতে হবে।
- সিস্টেমের নিকট তথ্য বিভিন্ন দিক থেকে গুরুত্বপূর্ন। সিস্টেমে দুই ধরনের ফিডব্যাক প্রয়োজন হয়, একটি হলো ইতিবাচক এবং অন্যটি হলো নেতিবাচক। নেতিবাচক ফিডব্যাক হলো উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য অনুযায়ী আউটপুট সরবরাহ করা হচ্ছে না। ইতিবাচক ফিডব্যাক হচ্ছে উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্য পরিবেশের প্রয়োজন পূরনে সক্ষম।
- ওপেন সিস্টেমের একটি গুরুত্বপূর্ন বৈশিষ্ট্য হলো এটি স্থির অবস্থা বজায় রাখতে চায়। অর্থাৎ সিস্টেম ভারসাম্য বজায় রাখতে চায় এবং যে সকল শক্তি এতে ব্যঘাত ঘটাতে চায় তার বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নেওয়া হয়, যার ফলে সিস্টেমে ভারসাম্য স্থির থাকে।
- সিস্টেম সময়ের সাথে অধিক বিস্তারিত, পৃথক, বিশেষায়িত, এবং জটিল হয়ে যাচ্ছে, এই প্রক্রিয়াকে পৃথকীরন বলা হয়। যখন পৃথকীকরন বৃদ্ধি পায় তখন মিশ্রন এবং সমন্বয়ের বৃদ্ধির প্রয়োজন হয়।
- আরেকটি সিস্টেমের বৈশিষ্ট্য হলো সক্ষমতা। এর অর্থ হলো একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌছানোর জন্য বিভিন্ন পন্থা বা পথ থাকে। লক্ষ্য অর্জনের জন্য সঠিক পথ গ্রহন করা এবং সে ব্যাপারে সিস্টেমর সক্ষমতা থাকতে হবে।।
- সিস্টেমে সাব- সিস্টেম থাকে। বিশেষ করে প্রতিটি বৃহৎ সিস্টেম একাধিক সাব-সিস্টেম নিয়ে গঠিত।

আমরা দেখতে পাই সংগঠন সাধারনত পরিবর্তনকে বাধা দেয়। এর অন্যতম কারন হচ্ছে সংগঠন সিস্টেমকে স্থির বা বর্তমান অবস্থায় রাখতে চায় সে কারনে সংগঠন কোন পরিবর্তন চায় না।

সিস্টেম ততত্বে জটিল দিক

System Theory's complex aspects

সিস্টেম তত্ব একটি জটিল তত্ব। নিম্নলিখিত বিবৃতি খুবই সাধারন ধরনের, কিন্তু এইগুলি হলো সিস্টেমের গুরুত্বপূর্ন দিক যা সব কিছুকে প্রভাবিত করে।

- প্রতিটি জিনিষ একে অপরের সাথে সর্ম্পক যুক্ত, কোন কিছুই বিছিন্ন নয়।
- তুমি কিছু সিস্টেম থেকে অব্যাহতি পাবা, তার কোন পথ নাই।
- কোন কিছুই বিনামূল্যে (free lunch) পাওয়া যায় না, সব কিছু তুমি যা করো তার মূল্য আছে।
- প্রকৃতি সব থেকে ভালো জানে এবং সব সময় জয়লাভ করে।

সিস্টেম চিন্তা এবং ঐতিহ্যগত চিন্তা

SystemThinking and Traditional Thinking

সাংগঠনিক দৃষ্টিকোন থেকে সিস্টেম চিন্তা এবং ঐতিহ্যগত চিন্তাসমূহের মধ্যে পার্থক্য দেখা যায়। এই পার্থক্যগুলি নিম্নের টেবিল ৫.১ উপস্থাপন করা হলো।

ঐতিহ্যগত চিন্তা	সিস্টেম চিন্তা
১। সমস্যা এবং কারনসমূহের মধ্যে সর্ম্পক স্বাভাবিক এবং চিহ্নিত করা সহজ। ২। নিজের সমস্যার জন্য অন্যকে দায়ী করা এবং অন্যদেরকে অবশ্যই পরিবর্তন হতে হবে। ৩। স্বল্প মেয়দী পলিসি দীর্ঘ মেয়াদী সাফল্য দিবে। ৪। সামগ্রিক সর্বাধিকরনের জন্য অবশ্যই অংশের সর্বাধিকরন করতে হবে। ৫। পরিবর্তনের বাস্তবায়নের জন্য একই সংগে অনেক স্বতন্ত্র উদ্যেগ গ্রহন।	১। সমস্যার ও কারনগুলির মধ্যে সর্ম্পকগুলি পরোক্ষ এবং আভ্যন্তরীন। ২। সমস্যা আমরা নিজেরা অনিচ্ছাকৃত ভাবে সৃষ্টি করি, আমরা এটা আমাদের আচরন দ্বারা পরিবর্তন করতে পারি। ৩। তড়িঘড়ি সমাধান কোন পার্থক্য সৃষ্টি করে না, দীর্ঘ মেয়াদে অবস্থা আরো খারপ হতে পারে। ৪। সামগ্রিক সর্বাধিকনের জন্য বিভিন্ন অংশের মধ্যে সম্পর্ক উন্নত করতে হবে। ৫। শুধুমাত্র কিছু সমন্বিত পরিবর্তন যা দীর্ঘ সময়ে ধরে টিকে থাকবে এবং সিস্টেমে বড় আকারে পরিবর্তন আনবে।

টেবিল ৫.১: সিস্টেম চিন্তা এবং ঐতিহ্যগত চিন্তা

সারসংক্ষেপ

সিস্টেম তত্ত্ব অত্যন্ত শক্তিশালী ধারনা যার সাহায্যে সাংগঠনিক ডিনামিক্স এবং সাংগঠনিক পরিবর্তন বুঝা যায়। প্রতিটি সিস্টেমে একাট সীমা বা বাউন্ডারী রয়েছে যার মধ্যে একাধিক সাব-সিস্টেম থাকতে পারে। এই সীমা সিস্টেমকে পরিবেশ থেকে পৃথক করে। সিস্টেম দুই প্রকার হয়ে থাকে, তা খোলা এবং বন্ধ সিস্টেম। সংগঠন হচ্ছে ওপেন সিস্টেমের অংশ। ওপেন সিস্টেম সর্ম্পকে জানা থাকলে সংগঠন সর্ম্পকে সম্পূর্ন ধারনা লাভ করা সম্ভব। সাংগঠনিক দৃষ্টিকোন থেকে সিস্টেম চিন্তা এবং ঐতিহ্যগত চিন্তার মধ্যে পার্থক্য দেখা যায়।

পাঠ ৫.২ উপযোগী মডেল এবং পরিবর্তনের কৌশল
Congruence Model and Strategies of Change

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা

- উপযোগী মডেল জানতে পারবেন।
- পরিবর্তনের কৌশলসমূহ সর্ম্পকে ধারনা পাবেন।

উপযোগী মডেল
Congruence Model

ডেভিড নাডলার ১৯৯৮ সালে ডেলটা পরামর্শ গ্রুপকে সংগে নিয়ে একটি মডেল উন্নয়ন করেন যাকে উপযোগী মডেল (Congruence Model) বলা হয়। এই মডেলেটি সিস্টেমর সকল উপাদানের সংগে সংগতি রেখে কাজ করার ওপর জোর দিয়েছে। মডেলে সংগঠনকে বর্ননা করো হয়েছে ইনপুট- রুপান্তর- আউটপুট সিস্টেম রুপে। মডেলে তিন প্রকার ইনপুটের কথা বলা হয়েছে, যথা :

- পরিবেশ
- সম্পদ
- ইতিহাস

আউটপুট হলো সামগ্রিক সাংগঠনিক, ইউনিট বা গ্রুপ, এবং ব্যক্তি স্তরের কর্মক্ষমতা। সিস্টেমের রুপান্তর প্রক্রিয়া সংগঠনের কৌশল, কার্য, মানব সম্পদ, আনুষ্ঠানিক এবং অনানুষ্ঠানিক সংগঠন দ্বারা প্রভাবিত হয়। সংগঠনের কৌশল নির্ধারন করে সংগঠন কি অর্জন করতে চায় এবং কি ভাবে পরিকল্পনা করলে তা অর্জন সম্ভব। সে দিকসমূহ

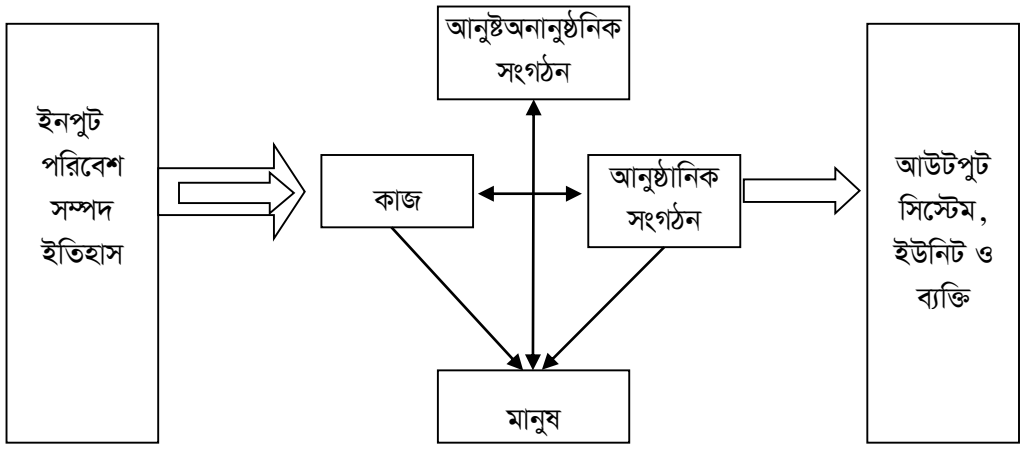

চিত্র ৫.৪ : উপযোগি মডেল

মডেলটিতে অর্ন্তভূক্ত করা হয়েছে। কার্য বলতে টাক্সসমূহ বুঝায় যা কার্য সম্পাদন করলে দ্রব্য এবং সেবা সৃষ্টি করা যায়। এর মধ্যে অর্ন্তভুক্ত কমী দক্ষতা, জ্ঞান, উপলব্ধি, এবং কর্মীদের আকাংখা। অনুষ্ঠানিক সংগঠনের অন্তর্ভুক্ত আনুষ্ঠানিক কাঠামো, প্রক্রিয়া, এবং সিস্টেম। আনানুষ্ঠানিক সংগঠনে অন্তর্ভুক্ত সংগঠনের সংস্কৃতি, অনানুষ্ঠানিক নিয়ম, বিচারবুদ্ধি এবং অন্যান্য বিষয়সমূহ।

উপোযগী মডেলটি হচ্ছে একটি বিশ্লেষনাত্মক হাতিয়ার। এই হাতিয়ারের সাহায্যে ক) প্রতিটি উপাদানের বৈশিষ্ট এবং কার্যাবলী মূল্যায়ন এবং খ) কি ভাবে সকল উপাদন এক সংগে কাজ করতে পারে তার মূল্যায়ন করা। এই মডেলের মূল থিম হলো প্রয়োজন অনুসারে সিস্টেমের সমতা বজায় রাখা যার ফলে সিস্টেমের সকল অংশ বা অঙ্গ সন্তোষজনক আউটপুট উৎপাদনে সক্ষম হয়। উদাহরনস্বরুপ বলা যায় যদি কর্মীদের মধ্যে প্রয়োজনীয় দক্ষতা এবং জ্ঞানের অভাব থাকে তা হলে কর্মক্ষমতা ক্ষতিগ্রস্থ হবে।

আমরা সংগঠন বিশ্লেষনে এই মডেলটি ব্যবহার করতে পারি। যেমন কোম্পানী যদি নিম্ন মানের কর্মদক্ষতা প্রদর্শন করে, তবে দেখতে হবে সিস্টেমের কোন অঙ্গ সঠিক ভাবে কাজ করছে না এবং কোন উপাদানসমূহ সঠিক সমন্বয়হীনতায় ভূগছে? সমস্যা চিহ্নিত করার পর তা সমাধানের উদ্যেগ গ্রহন করতে হবে যাতে করে সংগঠন সফলভাবে কার্য সম্পাদন করতে পারে। এই মডেলটি সমস্যা নির্নয়ে চমৎকার হাতিয়ার হিসাবে বিবেচিত হয়। চিত্র ৫.৪ উপযোগী মডেলে সংগঠনকে একটি সিস্টেম হিসাবে দেখানো হয়েছে।

পরিবর্তনের কৌশলসমূহ

Strategies of change

সাংগঠনিক উন্নয়ন পরিবর্তনের সংগে সর্ম্পক যুক্ত। পরিবর্তন বিভিন্ন কৌশলের উপর নির্ভরশীল। আমরা নিম্নে তিন ধরনের কৌশল সর্ম্পকে আলোচনা করবো।

১) পরীক্ষামূলক - স্বাভাবিক কৌশল (Empirical – natural strategy)
২) আদর্শির্ক - পুন:শিক্ষনীয় কৌশল (Normative – reeducative strategy)
৩) ক্ষমতা - দমনমূলক কৌশল (Power – coercive strategy)

পরীক্ষামূলক - স্বাভাবিক কৌশল : এই কৌশলটির অনুমানের ভিত্তি হলো মানুষ স্বাভাবিক আচরন করে থাকে, অথাৎ তারা নিজের স্বার্থ রক্ষা করে। যদি মানুষ দেখে পরিবর্তনে তাদের উপকার হবে তবে তা গ্রহন করবে।

আদর্শিক এবং পুন:শিক্ষামূলক কৌশল : এই কৌশলের অনুমানের ভিত্তি হলো মানুষ আদর্শ বা নিয়ম (norms) মেনে চলে। যদি কোন পরিবর্তন আনতে হয় তা হলে তাকে পুন:শিক্ষিত করতে হবে, যার ফলে পুরাতন নিয়মের জায়গায় নতুন নিয়ম জায়গা করে নিবে।

ক্ষমতা - দমনমূলক কৌশল : এই কৌশলের অনুমানের ভিত্তি হলো ক্ষমতাবানরা দূর্বল ব্যক্তিদেরকে পরিবর্তনে সম্মত করাতে পারেন।

একটি উদাহরনের মাধ্যমে পরিবর্তনের তিনটি কৌশল উপস্থাপন করা হলো। যেমন করোনা টিকা কিছু দিন আগে আবিষ্কার হয়েছে। বর্তমানে এই টিকা জনসাধারনের ব্যবহারের জন্য সরকার অনুমতি প্রদান করেছে। তুমি মানুষকে এই টিকা ব্যবহারে উৎসাহিত করার জন্য কোন কৌশল নির্ধারন করবে। তুমি যদি প্রথম অথাৎ পরীক্ষামূলক - স্বাভাবিক কৌশলে বিশ্বাস করো অথাৎ তুমি মনে কর যে মানুষের আচরন স্বাভাবিক এবং সে কোনো কিছু করার সময় তার নিজের স্বার্থ বিবেচনা করে। এ ক্ষেত্রে মানুষ টিকা তখনই ব্যবহার করবে, যখন সে মনে করবে টিকা ব্যবহার তার জন্য উপকারী। এ অবস্থায় তোমার পরিকল্পনা হবে টিকা সংক্রান্ত সকল তথ্য প্রদান করা এবং প্রত্যেক ব্যক্তিকে টিকা গ্রহনের গুনাগুন সর্ম্পকে অবগত করা। অপরদিকে তুমি যদি আর্দশ-পুন:শিক্ষা কৌশলে বিশ্বাসী হও তবে তোমাকে অতিরিক্ত কিছু করতে হবে। তুমি মানুষের বুদ্ধি, যুক্তি এবং স্বার্থকে উপেক্ষা করতে পারো না। তোমাকে এটা বিবেচনা করতে হবে মানুষের বহু আচরনের শিকড় হলো সামাজিক- সাংস্কৃতিক নিয়মাবলী, মূল্যবোধ, এবং বিশ্বাস। যদি কোন পরিবর্তন আনতে হয় তবে এই আচরনে পরিবর্তন প্রয়োজন। যেমন কিছু মানুষের বোধ হতে পারে বাজারে আসা নতুন টিকা নেওয়া ঝুকিপূর্ন কারন এই টিকা বাজারে আসা বেশী দিন হয়নি। অবার কেউ মনে করতে পারে আমার পরিবারে কারো করোনা হয়নি ফলে টিকা নেওয়ার প্রয়োজন নাই। এ সকল ক্ষেত্রে মানুষকে শিক্ষিত করতে হবে যাতে মানুষের ধারনা এবং মূল্যবোধ পরিবর্তন হয়। তুমি যদি ক্ষমতা - দমন কৌশলে বিশ্বসী হও, তবে তোমার কাজ হলো আইন পাস করে সবার জন্য টিকা নেওয়া বাধ্যতামূলক করা। সে ক্ষেত্রে ভয়ে সকলে টিকা নিবে।

আমরা পরিবর্তনের বিভিন্ন কৌশল সর্ম্পকে আলোচনা করলাম, তবে সাংগঠনিক উন্নয়ন প্রথমত: আদর্শ-পুন:শিক্ষা কৌশল এবং এরপর পরীক্ষা-স্বাভাবিক কৌশলের ওপর জোর দেয়।

সারসংক্ষেপ

ডেভিড নাডলার ডেলটা পরামর্শ গ্রুপকে সংগে নিয়ে একটি মডেল উন্নয়ন করেন যাকে উপযোগী মডেল (Congruence Model) বলা হয়। এই মডেলেটি সিস্টেমর সকল উপাদানের সংগে সংগতি রেখে কাজ করার উপর জোর দিয়েছে।

সাংগঠনিক উন্নয়ন পরিবর্তনের সংগে সর্ম্পক যুক্ত। পরিবর্তন বিভিন্ন কৌশলের উপর নির্ভরশীল। এই কৌশলগুলি হলো : পরীক্ষামূলক - স্বাভাবিক কৌশল, আদশির্ক - পুন:শিক্ষনীয় কৌশল, এবং ক্ষমতা - দমনমূলক কৌশল।

ইউনিট মূল্যায়ন

১। সিস্টেমের সংজ্ঞা এবং বৈশিষ্ট্য আলোচনা করুন
২। সিস্টেম কত প্রকার উল্লেখ করুন।
৩। সিস্টেম ততেব্ব জটিল দিক উল্লেখ করুন।
৪। সিস্টেম চিন্তা এবং ঐতিহ্যগত চিন্তাসমূহের মধ্যে পার্থক্য উল্লেখ করুন।
৫। ওপেন সিস্টেমের বৈশিষ্ট্যসমূহের বর্ননা দিন।
৬। উপযোগি মডেল সর্ম্পকে আলোচনা করুন।
৭। পরিবর্তনের কৌশলসমূহ উদাহরনসহ বর্ননা করুন।